প্রথম আলো

তারিখ 17 NOV 2013
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতির অভিযোগ

আটক চারজনকে ছাড়িয়ে নিল ছাত্রলীগ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ●

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক প্রথম বর্ষের ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের (সি ইউনিট) ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতির অভিযোগে আটক ১১ পরীক্ষার্থীর মধ্যে চারজনকে ছেড়ে দিয়েছে পুলিশ।

গত শুক্রবার বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে ওই ১১ পরীক্ষার্থীকে আটক করা হয়েছিল। পরে গতকাল শনিবার টাকার বিনিময়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কয়েকজন কর্মকর্তা ও শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি শরিফুল ইসলাম আটক পরীক্ষার্থীদের মধ্যে চারজনকে ছাড়িয়ে নেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গত শুক্রবার বিকেলে সি ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা চলাকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি কেন্দ্র থেকে পরীক্ষার্থীদের মুঠোফোনের খুদে বার্তায় উত্তরপত্রসহ (এসএমএস) ১১ জনকে আটক করা হয়। আটককৃতরা হলেন [illegible] হাসান, এহসানুল কবির, রুবেল মিয়া, হাবিবুর মোল্লা, হাসান মাহমুদ, জান্নাত হোসেন, আলমগীর হোসেন, জান্নাতুল একরাম, সাদ্দাম হোসেন, মনিরা খাতুন ও হাবিবুর রহমান। পরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তাঁদের কোতোয়ালি থানায় সোপর্দ করে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের একজন নেতা বলেন, মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টরিয়াল বডির কয়েকজন সদস্য ও ছাত্রলীগের সভাপতি আটক ১১ পরীক্ষার্থীর মধ্যে এহসানুল কবির, হাবিবুর মোল্লা, মনিরা খাতুনসহ চারজনকে ছাড়িয়ে নেন।

বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সভাপতি শরিফুল ইসলাম বলেন, এ ঘটনায় ছাত্রলীগের কেউ জড়িত নন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অসীম কুমার সাহা বলেন, মুঠোফোনে পরীক্ষার উত্তরপত্রসহ ওই ১১ জন পরীক্ষার্থীকে আটক করা হয়েছিল। কিন্তু কী কারণে চারজনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, তা তিনি জানেন না।

কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শাহ আলম প্রথম আলোকে বলেন, ঘটনার সঙ্গে জড়িত না থাকায় চারজনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।